112

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উপাচার্যকে লাঞ্ছনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না বরং ক্যাম্পাসটিতে সন্ত্রাসের স্থিতাবস্থা বজায় রাখারই অপচেষ্টা চলছে বলে ধারণা হচ্ছে। একই রকম অবস্থা চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরও। তবে অন্য কোথাও যা হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই ঘটেছে গত ১২ আগস্ট। একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করে সৃষ্টি করেছে এক ন্যক্কারজনক উদাহরণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের গত ৯ আগস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে উপাচার্য ও প্রক্টর আক্রান্ত হন এ প্রক্রিয়ার বিরোধিতাকারী ছাত্র সংগঠনটির কর্মীদের দ্বারা। জিয়া হলের সামনে এই সংগঠনের কর্মীরা উপাচার্যের গাড়ি লক্ষ্য করে জুতা, ডিম, কাচের বোতল, ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। তারা উপাচার্য ও প্রক্টরকে গালিগালাজ করে এবং উপাচার্যের গাড়িতে হামলা চালায়। তার আগে জসীম উদ্‌দীন হল গেটেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে, এরপর প্রক্টর-অফিস ও কলাভবনেও ভাংচুর চালানো হয়।

এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের ৯ আগস্টের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ হল খালি করে বৈধ ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখে হলে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত ১১ আগস্ট ছাত্রদল তাদের এক জরুরী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করে। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১২ আগস্ট ঐ প্রক্রিয়া শুরু করে। এফ রহমান ও মুহসীন হল খালি করে কার্ড চেক করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া হয়। জসীম উদ্‌দীন হলে উপাচার্য সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে উপাচার্যের গাড়ি আক্রান্ত হয়। হল গেট বন্ধ করে দেয়া হয়, পরে গেট খুলে দিলেও ছাত্রদলের বহিরাগত ক্যাডাররা হলেই অবস্থান করে। শুধুমাত্র জনাপঞ্চাশেক সাধারণ ছাত্র বেরিয়ে আসে। উপাচার্য এবং প্রক্টর হল প্রভোস্টদের উপস্থিতিতে কার্ড চেক করে তাদের হলে তুলে দেন। এরপর তাঁরা জিয়া হলে গেলে সেখানে আরও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ছাত্রদল কর্মীরা। পুলিশ, শিক্ষক ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার চেষ্টায় বড় কোন অঘটন ঘটেনি এবং উপাচার্য গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হন। এ ঘটনা থেকে আবার প্রমাণ হলো, বিএনপি'র অঙ্গসংগঠন ছাত্রদল চায় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ বহিরাগত ক্যাডারমুক্ত বৈধ ছাত্রদের আবাস হোক। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তখনই ছাত্রদল তাদের এ বিষয়ে অনিচ্ছার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু উপাচার্যের মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে তারা লাঞ্ছিত করবে এটা ছিল অচিন্তনীয়। এর মাধ্যমে তারা যে দুর্বিনীত ও মূল্যবোধহীন এক দেউলিয়া রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে সে কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

উপাচার্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন—"আমার ছাত্রদের কাছে এ ধরনের আচরণ আমি প্রত্যাশা করিনি। আমার সহকর্মীরা না থাকলে আমাকে হয়ত লাশ হয়ে ফিরে আসতে হতো।... এ ঘটনায় যদিও আমি মর্মাহত তবু আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিস্থিতি শান্ত করতে যে প্রক্রিয়া আমরা শুরু করেছি আমার ছাত্ররা তা নস্যাত হতে দেবে না।" ছাত্রদের প্রতি অতিবিশ্বাসী আদর্শ এক শিক্ষকের পরিচয় ফুটে উঠেছে উপাচার্যের বক্তব্য থেকে। চলমান ঘটনাপ্রবাহে তাঁর ভূমিকা থেকে প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, তিনি দলমত নির্বিশেষে ছাত্রদের ভালবাসেন, সর্বোপরি তিনি চান বহিরাগত দলীয় ক্যাডারমুক্ত ক্যাম্পাস। এ লক্ষ্যে তাঁকে দেখা গেছে ধৈর্যের সঙ্গে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে।

১২ আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছে তা জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সূর্যসেন হল দখল, পাল্টা দখলের জের। সে সময় ছাত্রদলের দু' গ্রুপের দ্বন্দ্বের সুযোগে ছাত্রলীগের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সূর্যসেন হল দখল করে নিয়েছিল। তারপর উপাচার্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় ৮ দফা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সূর্যসেন হলের 'সঙ্কট নিরসন' হয়। কিন্তু ঐ সঙ্কট নিরসন যে সাময়িক ও ভঙ্গুর তা উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সবাই বুঝেছিলেন। উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ তাই চেয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলকেই বৈধ ছাত্রদের বাসোপযোগী করতে এবং ক্যাম্পাস বহিরাগত সশস্ত্র মস্তানদের কবল মুক্ত করতে। কিন্তু ছাত্রদলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় তাঁর ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও যে আন্তরিক সহযোগিতা করছে– তা নয়। জিয়া ও জসীম উদ্‌দীন হল ছাড়া অন্যান্য হলেও কার্ড চেক করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়াতেই ছাত্র সংগঠনসমূহের সদিচ্ছার অভাব প্রমাণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের পিছনেই রয়েছে মূল রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার ভূমিকা। রাজনৈতিক দলগুলো যদি না চায় তাহলে কখনই ক্যাম্পাস অছাত্র– বহিরাগত সন্ত্রাসী বা ক্যাডারদের কবল থেকে মুক্ত হবে না। এবারও দলীয় সিদ্ধান্তেই যে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং লাগাতার বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে, সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহই হওয়া যায়। তদুপরি ঘৃণ্যতম কাজটি হয়েছে উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করা। ছাত্র রাজনীতি শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার মতো মূল্যবোধহীন হবে, এতটা বাড়াবাড়ি ছিল অচিন্তনীয়। এ কারণে আমরা নিন্দা জানাই এই ঘটনার এবং এর পিছনে উস্কানিদাতাদের অনুরোধ করি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিবৃত্ত হতে।